সন্ধিক্ষণ

তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি কখনও, আলাপ হয়নি। তাঁর নাম শুনেছি হঠাৎ হঠাৎ এর ওর কাছে। কোনও একদিন শুনি তিনি লেখেন খুব ভালো। কী রকম সে ভালো, তাও দেখা হয়নি। অথবা হয়েছিল, মনে নেই। এক যুগ নির্বাসন চৌচির করে দিয়েছে স্মৃতি। এই অস্বস্তিকর অচেনা মানুষটি সেদিন এক বন্ধুর মুঠোফোনে হঠাৎই একটি বাক্য আমাকে শোনালেন, *আপনাকে আমি জোয়ান অব আর্ক বলেছিলাম।* কোথায় কবে কখন, এসব কিছুই আমি জানতে চাইনি। তাঁকে জানতে চাওয়ার ইচ্ছেও আমার লাফিয়ে ওঠেনি। কিন্তু এক সপ্তাহ পর সকালবেলায় সেই মুঠোফোনটিই আমাকে বলে যে সন্দীপন নেই। কারও মৃত্যু আমার সয় না। জানি সবারই মৃত্যু হয়, হবেই। কিন্তু মৃত্যু জিনিসটিকে মেনে নিতে, সেই শিশুবয়স থেকে এই এখনও, আমি পারি না। যে কোনও মানুষের মৃত্যুই আমাকে খুব বেদনাগ্রস্ত করে তোলে। বিরানব্বইএর বৃদ্ধ কী দু বছরের শিশু -- সকলের বেলায় আমি একই যন্ত্রণা পোহাই। সন্দীপনের মৃত্যু আমাকে নিথর করে রাখে সারাদিন।

সন্দীপনের মুত্যু আমাকে সন্দীপনকে পড়ায়। ক্রীতদাস ক্রীতদাসী। আমূল চমকে উঠি। এ কী! এই গদ্য কী করে এক ছাব্বিশ বছর বয়সী যুবক রচনা করেছিলেন সেই ষাট সালে! আমার জন্মেরও আগে। এমন আধূনিকতা ওই অত আগে কোথায় পেয়েছিলেন তিনি? সন্দীপনকে জানতে জানতে জানি নিজের সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক কিছুর সঙ্গে তিনি আপোস করেছেন, খুব সাহসী এবং সৎ হলে যা অনেকে করে না। সন্দীপন মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন বলে বলতেন, কিন্তু দ্বিখন্ডিত নিষিদ্ধ হওয়াকে তিনি সমর্থন না করতে করতেও সমর্থন করেছিলেন। সাহিত্য করতে গেলে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতির কথা সাহিত্যিকদের স্মরণ রাখা কর্তব্য এমন কথাও, যে কথা বাক- স্বাধীনতা-বিরোধী, শুনেছি বলেছেন। জানি সব, জেনেও ষাট দশকে উদয় হওয়া এক বিরল প্রতিভাকে অস্বীকার করি না, অবাক হই এমন আশ্চর্য প্রতিভা কী করেই বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে অচিরে! নষ্টই তো। তা না হলে তিনি কেন এক বৃত্তের ভিতরেই বছর-ভর পাক খাচ্ছিলেন!

ষাটের দশকে বিশ্ব-জোড়া অনেক প্রতিভাই জগত নাড়িয়েছিল, কিছুকাল পর তাদের বেশির ভাগই ঝরে গেছে। কেউ তাদের নামও আজ জানে না। শুরু অনেকেরই হয়েছিল চমকপ্রদ, অনেকেরই হয়, কিন্তু চালিয়ে যাওয়ার কঠিন ব্যপারটি সবার দ্বারা হয়নি, হয় না। সন্দীপনেরও হয়নি। সন্দীপন আশি নব্বইএর দশকেও থেমে ছিলেন সেই শুরুতেই, সেই ষাটেই। নিজেই নিজের ক্রীতদাস হয়ে। অথচ এমনই ভাগ্যবান যে চার দশক পরও এই বাংলায় মানুষ তাঁকে নিয়ে ভাবছে, বলছে, লিখছে। মানুষ তাঁকে নিয়ে অহংকার করছে, তিনি নিজেও করেছেন নিজের লেখা এবং লেখার কায়দা নিয়ে। স্তাবকেরা সম্ভবত তাঁর দুর্বলতাকেও দেখেছিলো তাঁর শক্তি হিসেবে। অক্ষমতা আর অহংকার তাঁকে সোনার হাতুড়ি বাটাল হাতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, কোনও শিল্প সৃষ্টি করতে দেয়নি। চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্থবির ভাস্কর্য, যেতে পারেননি যেদিকে দুচোখ যায়। এই যেতে না পারার কষ্টটুকু আমি অনুভব করি। সন্দীপনের জন্য আমার মায়া হয়।

আর সব পুরুষ-লেখকের মত সন্দীপন নারীর বর্ণনা করেছেন প্রবল পুরুষতান্ত্রিক মন নিয়ে। গদ্যভাষা তার অসাধারণ হতে পারে, গল্প বলার ঢং তার নতুন হতে পারে, আপাদমস্তক তিনি আধুনিক হতে পারেন, কিন্তু অন্তস্থল তার কিছুতেই আধুনিক ছিল না। ওখানে ফুলে উঠেছিল পচা পুরোনো সংস্কার। সামান্যও আধুনিক হলে নারীকে যৌনসামগ্রী হিসেবে তিনি দেখতেন না। যৌনতা ছাড়া দেবার মত নারীর কিছু নেই --এরকম মন্তব্য করেও, অবাক কাণ্ড, যে, তিনি কখনও নিন্দিত হননি। সকলের আদর আহ্লাদ পেয়ে গেছেন অবিরাম।

তবু সব কিছুর পরও, অন্য কিছুর জন্য নয়, তাঁর সেই ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর জন্য আমি তাঁকে একটি রক্তরঙ গোলাপ দেব। মাথা নুয়ে।

তসলিমা নাসরিন